# হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর

## জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস ২০২৬ উপলক্ষে

## মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর **প্রফেসর ড. মো. এনামউল্যা** প্রদত্ত

# বাণী

আজ ০৫ আগস্ট, **'জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস'**। আজকের এ দিনে আমি **২০২৪ এর গণঅভ্যুত্থানে** আত্মসর্গকারী মহান বীর শহিদদের গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি এবং তাদের রুহের মাগফেরাত কামনা করছি। মহান আল্লাহ তাদের সকলকে জান্নাত নসিব করুন। সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী শিক্ষার্থী **শহিদ আবু সাঈদ**-কে। যিঁনি স্বৈরাচারের পেটোয়া বাহিনীর বুলেটের সামনে নিজের বুক চিতিয়ে বীরত্ব ও সাহসীকতার সাথে জীবন দিয়ে অমর হয়ে আছেন। শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করছি একই দিনে গুলিবিদ্ধ চট্টগ্রাম কলেজের শিক্ষার্থী **শহিদ মোহাম্মদ ওয়াসিম**-কে। যাঁর গুলিবিদ্ধ হওয়ার সংবাদ ছড়িয়ে পড়া মাত্র আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠে। আরও শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি মানবিকতা, সাহস ও আত্মত্যাগের এক অনন্য প্রতিক **শহিদ মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধ**-কে যিঁনি ফ্যাসিষ্ট শাসক শ্রেণীর হিংস্র ও সুসজ্জিত পেটোয়া বাহিনীর বুলেটের তোয়াক্কা না করে আন্দোলনরত তৃষ্ণার্ত ও আহত ছাত্র-জনতাকে পানি ও খাবার দিতে গিয়ে বুলেট বিদ্ধ হয়ে শহীদ হন।

মৃত্যু অবধারিত জেনেও নিজেদের জীবনবাজি রেখে ফ্যাসিষ্ট সরকারের বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থানে অংশ নিয়ে যাঁরা চিরদিনের জন্য দৃষ্টি হারিয়েছেন, পঙ্গুত্ববরণ করেছেন এবং গুরুতর আহত হয়েছেন আমি তাঁদের সকলের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এবং তাঁদের আশু রোগমুক্তি ও সুস্থ্যতা কামনা করছি। গণঅভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী প্রাণ প্রিয় শিক্ষার্থী, শিশু-কিশোর-যুবক, সম্মানিত শিক্ষক, পেশাজীবী, সাংবাদিক এবং দিনমজুরসহ সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সেসমস্ত রত্ন গর্ভা মায়েদের যাঁরা নিজের সন্তানদের আন্দোলনে অংশগ্রহণে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি তাঁদের প্রতি যাঁরা দেশের অভ্যন্তরে এবং দেশের বাহিরে থেকে এ আন্দোলনকে বেগবান করতে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা কিংবা সমর্থন যুগিয়েছেন। আজ শ্রদ্ধা জানাচ্ছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনাব তারেক রহমান-কে যিঁনি প্রবাসে থেকেও আন্দোলনকে গতিশীল করতে ছাত্র-জনতাকে সার্বক্ষণিক দিকনির্দেশনা ও বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছিলেন। সর্বোপরি, এ গণঅভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী হাবিপ্রবি'র প্রিয় শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতিও সম্মান ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আজ থেকে দুই বছর আগে বৈষম্য দূরকরে মেধার মূল্যায়ন ও সরকারী চাকুরীতে কোটা সংস্করের দাবিতে শিক্ষার্থীরা যে আন্দোলন শুরু করে তা কঠোরভাবে দমন করতে শাসক গোষ্ঠি তাদের হেলমেট বাহিনী ও পেটোয়া পুলিশ বাহিনী দিয়ে দমন-পীড়ন ও নির্যাতন শুরু করে। কিন্তু প্রতিবাদী ছাত্র-জনতা সকল নির্যাতন উপেক্ষা করে গড়ে তোলে তীব্র প্রতিরোধ ও আন্দোলন, যা অল্প সময়ে গণঅভ্যুত্থানে রুপ নেয়। ৩৬ দিনের নিরস্ত্র ছাত্র-জনতার এই চলমান আন্দোলনে শাসক গোষ্ঠি যে নির্মম বর্বরতা চালিয়েছিল তা মানবতার ইতিহাসে একটি কলঙ্কিত অধ্যায়। শিক্ষার্থীদের আন্দোলন দমনে শাসক গোষ্ঠি এতটাই নিষ্ঠুর ছিল যে তাদের হত্যাযজ্ঞ থেকে ঘরের শিশুও রক্ষা পায়নি- এমনকি আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের হত্যা করে লাশ আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি। কিন্তু, শাসক গোষ্ঠি শত নির্যাতন, নির্মমতা ও নির্বিচার হত্যাযজ্ঞের পরেও ছাত্র-জনতাকে তাদের ন্যায্য অধিকারের দাবি থেকে এক চুলও সরাতে পারেনি। বরং তারা অসীম সাহস, দৃঢ় মনোবল ও জীবন বাজি রেখে ফ্যাসিষ্টদের মসনদ ধুলোয় মিশিয়ে দেয় এবং স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা ও তার দোসররা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। পরিশেষে সন্তান হারানো মায়ের অশ্রু আর শত শত সন্তানের বুকের রক্ত স্রোত একাকার হয়ে '২৪ এর ০৫ আগস্ট পতন হয় ইতিহাসের ঘৃণিত স্বৈরশাসকের এবং আমরা অর্জন করি ফ্যাসিবাদমুক্ত **'নতুন বাংলাদেশ'**।

**'জুলাই গণঅভ্যুত্থান'** দিবসের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। বাংলাদেশের **'জুলাই গণঅভ্যুত্থান'** আজ বিশ্বব্যাপী স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে মজলুম জনতার প্রতিবাদের একটি রোল মডেল হিসেবে সমাদৃত হয়েছে। **'৩৬ জুলাই'** একদিকে আমাদের সন্তান হারানোর শোক ও বেদনার অন্যদিকে ফ্যাসিবাদ মুক্ত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার গৌরবময় ঐতিহাসিক দিন। তাই, আমাদের অবশ্যই **'২৪ জুলাই'** শহিদদের আত্মত্যাগের চেতনা ও মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে গণতন্ত্র ও দেশ বিরোধী অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক নানাবিধ গভীর ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করতে হবে। মনে রাখতে হবে **'সবার আগে বাংলাদেশ'**। অতএব, বর্তমান নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনাব তারেক রহমানের নেতৃত্বে মেধা ও যোগ্যতার সঠিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে সর্বত্র ন্যায্যতা, সমতা ও বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি গণতান্ত্রিক, আত্মমর্যাদাশীল, সুখী-সমৃদ্ধ ও স্বর্নিভর বাংলাদেশ গড়ার জন্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ করতে হবে।

পরিশেষে আমি পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম মেধার মূল্যায়ন ও বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন দমনে নির্মম ও নিষ্ঠুর হত্যাকান্ডের সাথে জড়িতদের সুষ্ঠু বিচারের মাধ্যমে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি। পাশাপাশি, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিয় শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী সকলের প্রতি আমার একান্ত আহবান আসুন, উচ্চশিক্ষার এ বিদ্যাপীঠকে সুনামের সর্বোচ্চ শিখরে পৌছাতে নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করি এবং আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের পবিত্র স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সর্বদা সচেষ্ট থাকি।

মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

(প্রফেসর ড. মো. এনামউল্যা)
ভাইস-চ্যান্সেলর

তারিখ: ২১ শ্রাবণ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ
০৫ আগস্ট ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ